বাংলাদেশদূতাবাস

বেইজিং

২৯ মার্চ ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এ কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কূটনৈতিক সংবর্ধনার আয়োজন

বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ বেইজিং এর একটি হোটেলে বাংলাদেশের ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কূটনৈতিক সংবর্ধনা আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে চীনের ভাইস ফরেন মিনিষ্টার সুনওয়েতং প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত চীনা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, থিংক ট্যাংক, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ভাষা শিক্ষারত চীনা ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের শিক্ষকগণ, বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য, বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, বিনিয়োগকারী ও দূতাবাস পরিবারের সকল সদস্যরা অংশগ্রহণকরেন। দূতাবাসের শিশুরা দু'দেশের পতাকা হাতে নিয়ে অতিথিদের আগমনের সময় অভ্যর্থনা জানায়।

বাংলাদেশ ও চীনের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পর্যায় শুরু হয়। চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ প্রধান অতিথি সুনওয়েতং ও রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি-এর সাথে কেক কাটায় অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রদূত তার বক্তৃতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, আত্মোৎসর্গকারী মা-বোন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্বস্তরের জনগণের অবদানের কথাও স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে একটি তলাবিহিন ঝুড়ি বলা হলেও আজ বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নতে দেশে পরিনত হওয়ার পথে রয়েছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যা, ১২ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা শরনার্থীদের বাংলাদেশে অবস্থানের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যা এবং ইউক্রেইন যুদ্ধের কারনে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এ সকল বাধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের দূর্বার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ যে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে তার বর্ণনা করেন।

রাষ্ট্রদূত চীনের ভাইস ফরেন মিনিষ্টার সুনওয়েতং-এর সাথে একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেন।

কোভিড মহামারি উত্তর সময়ে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রতি সকলের আকর্ষণ ছিল এবং ৩৫০ এর অধিক বিদেশি মেহমান এতে অংশগ্রহণ করেন।

***

Embassy of Bangladesh Beijing বাংলাদেশ দূতাবাস